গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা

বিষয়ঃ মার্চ-২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	শাহাবুদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত সচিব
সভার তারিখ	২৭.০৩.২০১৮ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। ফেব্রুয়ারি-২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর ফেব্রুয়ারি-২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

<u>খাদ্য মন্ত্রণালয়</u>

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১. খাদ্য মন্ত্রণলয়ের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ	অতিরিক্ত-সচিব (প্রশাঃ) সভায় জানান যে, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে মোট ২৮টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রচার করা হয়। ২৯,৮১৭ জনের পরীক্ষা নেয়ার বিষয়ে বিআইএম এর সাথে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করা হবে মর্মে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় অবহিত করেন। জনবল নিয়োগের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	জনবল নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়

২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	সভায় জানানো হয় যে, ই-ফাইল বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণসহ ফেব্রুয়ারি-২০১৮ মাসে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ (চার) ক্যাটাগরীতে মোট ২২১৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কত জনঘণ্টা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং শতকরা হার লক্ষ্যমাত্রার কতটুকু অর্জিত হয়েছে সচিব জানতে চাইলে অতিরিক্ত-সচিব (প্রশাসন) জানান যে, ফেব্রুয়ারি-২০১৮ মাসে প্রথম শ্রেনী কর্মকর্তাকে ১৩৮ ঘণ্টা ২য় শ্রেনীর ৬০ ঘণ্টা ৩য় শ্রেণীর ৭০ ঘণ্টা এবং ৪র্থ শ্রেণীর ১৭০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যা লক্ষ্য মাত্রার যথাক্রমে ৮৬%, ৫৫%, ৭০%, ৯৭% অর্জিত হয়েছে। সচিব বলেন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের অর্জন ক্রমপুঞ্জিত আকারে দেখানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ইন-হাউজ/ প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের হার বাড়াতে হবে এবং অর্জন ক্রমপুঞ্জিত আকারে দেখাতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্র-১) ও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩. শাখা পরিদর্শন	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় জানান যে, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাসে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, অডিট-১, বাজেট ও হিসাব শাখা পরিদর্শন করেছেন। সভায় সচিব মহোদয় সকল কর্মকর্তাকে মার্চ মসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দেন। এ মন্ত্রণালয়ের শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ নিয়ে আলোচনায় জানতে চান আইন সেলটি চালু করা যায় কিনা। সেলটি চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদন করেন। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয়ের ১৮টি শাখার মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল শাখা হতে শাখা পরিদর্শন প্রতিবেদন সচিবালয় নির্দেশমালা-১৯৭ অনুসরণপূর্বক দাখিলের জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	যারা শাখা পরিদর্শন প্রতিবেদন দেয়নি তাদেরকে মার্চের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং এ মন্ত্রণালয়ের আইন কোষটি চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।	সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪. ই-ফাইলিং	সভায় আলোচনা হয় যে, ই-ফাইলিং এ মন্ত্রণালয়ের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাসে ২৯তম এবং মার্চ, ২০১৮ মাসে ২৯ তম অবস্থানে রয়েছে। সচিব সকল শাখাকে ই-পত্র জারীর মাধ্যেমে নোট নিষ্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং ই-ফাইলিং ব্যবহারে সকলকে সচেষ্ট থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ই-ফাইল ব্যবহারে আরও সচেষ্ট হতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) এবং প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr>
<td>৫. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি</td>
<td>
সভায় যুগ্ম-সচিব, বাজেট ও অডিট জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার সন্তোষজনক। তবে আগামি মাস হতে অডিট আপত্তিগুলো খাদ্য অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে তথ্য উপস্থাপন করবেন। ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাসে অডিট শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ;
(ক) অগ্রিম
<table>
<tr><th><u>বিবরণ</u></th><th></th><th><u>ফেব্রুয়ারি-১৮</u></th></tr>
<tr><td>প্রারম্ভিক আপত্তি ------</td><td></td><td>২৯৩৮</td></tr>
<tr><td>সংযোজিত আপত্তি ----</td><td></td><td>২৬</td></tr>
<tr><td>মোট আপত্তি ----</td><td></td><td>২৯৬৪</td></tr>
<tr><td>নিস্পত্তিকৃত (জারিপত্র)</td><td></td><td>১১</td></tr>
<tr><td>অবশিষ্ট আপত্তি ------</td><td></td><td>২৯৫৩</td></tr>
<tr><td>ব্রডশিট জবাব ------</td><td></td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা -----</td><td></td><td>০২</td></tr>
<tr><td>আলোচিত আপত্তি ----</td><td></td><td>২০</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ ----</td><td></td><td>২০</td></tr>
</table>
(খ) খসড়া-৭৪২টি
(গ) সংকলনভূক্ত-৫৭৯টি
মোট আপত্তি অগ্রিম ২৯৫৩+ খসড়া ৭৪২+ সংকলন ৫৭৯=৪২৭৪টি

সচিব বলেন এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরকেও নিয়মিত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির সভা করতে হবে। এছাড়া, প্রমানকসহ তথ্য প্রদানের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
</td>
<td>সভা অনুষ্ঠান সহ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যের সাথে প্রমানক দিতে হবে।</td>
<td>যুগ্ম-সচিব , (বাজেট ও অডিট), যুগ্ম-সচিব (অডিট), উপসচিব, (অডিট- ১, ২, ৩) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>৬. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভাকে অবহিত করেন যে, ওয়াশরুম এবং কমোন স্পেসসমূহ এখনও ঠিকমত পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে না। সভায় অন্যান্য কর্মকর্তারা জানান যে, টয়লেটের সংলগ্ন অফিস রুমগুলোতে অত্যাধিক দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সচিব মহোদয় সকলকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেন।</td>
<td>ওয়াশরুম সহ কমোন স্পেসসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>উপ-সচিব (সেবা), খাদ্য মন্ত্রণালয়।</td>
</tr>
<tr>
<td>৭. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা</td>
<td>মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের অভিযোগের বিশ্লেষণে দেখা যায় খাদ্য অধিদপ্তরে ০৭টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি নিষ্পন্ন এবং ০৬টি ০৩ মাসের কম সময়ের জন্য অনিষ্পন্ন আছে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায়ঃ
<table>
<tr><td>জের</td><td>বর্তমান মাসে প্রাপ্ত</td><td>মোট অভিযোগ</td><td>নিষ্পত্তির সংখ্যা</td><td>অনিষ্পন্ন সংখ্যা</td><td>তিন মাসের উপরে</td><td>ছয় মাসের উপরে</td><td>তিন মাসের কম সময়ে</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="8">খাদ্য অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>০৫</td><td>০৭</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০৬</td></tr>
</table>
উপসচিব (তদন্ত) জানান তার নিকট ০৫টি অভিযোগ রয়েছে এবং বর্তমান মাসে কোন পাওয়া যায়নি। মোট ০৫টি অনিষ্পন্ন অভিযোগের মধ্যে ০৩ মাসের উপরে ০টি, ০৬ মাসের উপরে ০১টি এবং ০৩ মাসের কম সময়ের ০৪টি অভিযোগ অনিষ্পন্ন রয়েছে;
<table>
<tr><td colspan="8">খাদ্য মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>০০</td><td>০৫</td><td>০</td><td>০৫</td><td>০</td><td>০১</td><td>০৪</td></tr>
</table>
০৬ মাসের উর্দ্ধে যে সকল অভিযোগ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরে রয়েছে সে গুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</td>
<td>৬ মাসের উর্দ্ধে অভিযোগ সমূহ দ্রুততার সাথে এবং অন্যান্য অভিযোগ সমূহ যথাসময়ে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।</td>
<td>উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও পরিচালক (প্রশাঃ), খাদ্য অধিদপ্তর</td>
</tr>
</table>

৮. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় জানান যে, ২০১৭-২০১৮ সালের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির ৩য় কোয়ার্টার বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ৩১.০৩. ২০১৮ খ্রি. তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ সালের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভা দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেন এবং ৩য় কোয়ার্টারের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ), প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৯. APA ২০১৭-২০১৮ বাস্তবায়ন	সভায় জানানো হয়ে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামি ২৯ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এপিএ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কৌশলগত বিষয়ে এপিএ ক্যালেন্ডার সময়সূচি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সচিব সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এপিএ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১০. আইন ভাষান্তর	সভায় জানানো হয় যে, আইন ২টি (1) 'The food (special courts) Act-1956, (2) Food Grains Supply (Preventions of Prejudicial Activity) Ordinance-1979. ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে আইন ২টি পুরানো হওয়ায় একে যুগপোযুগী করে নতুনভাবে আইন প্রণয়নের জন্য মতামতসহ ফেরত প্রদান করেন। এ বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তর হতে মতামত চাওয়া হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর আইন ২টির বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করে কার্যক্রম সমাপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার সভায় সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	আইন ২টি তৈরীর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
১১. ইনোভেশন কার্যক্রম	অতিরিক্ত-সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, ০৮ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে মাসিক ইনোভেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ আগামি এপ্রিল, ২০১৮ মাসে শোকেজিং করার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৫ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সচিব পরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়

বিবিধ -১	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন পুনর্বিন্যাসের জন্য কার্যপরিধি পুনর্বিন্যাসের জন্য কমিটি পুর্ণগঠন করা হয়েছে। জনাব আনোয়ারুল ওয়াহেদ চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব (অডিট)কে আহবায়ক করে এবং জনাব আবু নাসের বেগ, সিনিয়র সহকারী সচিবকে সদস্য-সচিব করে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কয়েকটি সভা করেছে। কমিটির সভাপতি জানান যে, দ্রুতই এ কাজ সম্পন্ন করা হবে। আগামি এপ্রিল, ২০১৮ মাসের মধ্যে কর্মবন্টন তালিকা চূড়ান্ত করার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	কমিটি কর্তৃক এপ্রিল, ২০১৮ মাসের কর্মবন্টন চূড়ান্ত করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) ও যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট), খাদ্য মন্ত্রণালয়
বিবিধ -২	মাসিক সমন্বয় সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিতকরণের জন্য সচিব সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাস্তবায়ন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির সভার কার্যপত্র যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সমন্বয় সভার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ না করায় সচিব অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ মাসিক সমন্বয় সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের ১৫ তারিখের প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সকল প্রতিবেদন যথা-সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং মাসিক সমন্বয় সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের ১৫ তারিখের প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মহাপরিচালক, এফপিএমউই এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/ অধিশাখা
	<u>খাদ্য অধিদপ্তর</u>		
১.অভ্যন্তরীনখাদ্যশস্য সংগ্রহ	**অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০১৭-২০১৮** সভায় অবহিত করা হয় যে, অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০১৭-২০১৮ মৌসুমে এফপিএমসি'র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিদ্ধ চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ৬,০২,০০০ (ছয় লাখ দুই হাজার) মেট্রিক টন (সংশোধিত)। মোট ৬,০২,০০০ মেট্রিক টন চালের বিপরীতে ০৭.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৬,০১,৯৯৯ মেট্রিক টন চালের চুক্তি করা হয়। চুক্তির অনুকূলে ৬,০১,৯৮৪ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। আমন সংগ্রহ কার্যক্রম ১০০% অর্জন করা হয়েছে মর্মে সচিব মহোদয়কে সভায় অবহিত করা হয়।	আমন সংগ্রহ ১০০% অর্জন করা হয়েছে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সংগ্রহ), খাদ্য অধিদপ্তর

২. খাদ্যশস্য বিতরণ ও বাজার দর মনিটরিং	**(ক) ওএমএস খাতে চাল ও আটা বিক্রয়** সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা মহানগর, তেজগাঁও সার্কেল (কেরানীগঞ্জসহ) ৪টি শ্রমঘন ঢাকা,নারায়নগঞ্জ,নরসিংদী ও গাজীপুর জেলায় মোট ২৫১টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ২ (দুই) মেট্রিক টন করে আটা বিক্রয় করা হচ্ছে। বিভাগীয় ও জেলা শহরে ৩৮৬টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ১ মেট্রিক টন আটা বিক্রয় করা হচ্ছে। এছাড়া হাওড় বেষ্টিত ৩টি জেলায় ১৭৯টি কেন্দ্র প্রতিদিন ১ মেট্রিক টন করে চাল বিক্রয় করা হচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক, বিভগীয় শহরে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা পর্যায়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ নজরদারী ও তদারকিতে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ওএমএসসহ পিএফডিএস খাতে ০৮.০৩.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৮,১৯,০৯৮ মেট্রিক টন চাল ও ২,২৭,১৮৯ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হয়েছে মর্মে সচিব মহোদয়কে সভায় অবহিত করা হয়। ওএমএস কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া হয়।	যথাযথ নজরদারি রেখে ওএমএস এবং পিএফডিএস খাতে চাল/ আটা বিক্রয়/ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর
	(খ) চাল ও আটার বাজারমূল্য মনিটরিং সভাকে অবহিত করা হয় যে, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের চাল ও আটার বাজার দর মনিটরিং অব্যাহত আছে। প্রাপ্ত বাজার দর হতে দেখা যায় যে, ২১/০৩/১৮ খ্রি: তারিখে ঢাকা মহানগরের পাইকারি দরে প্রতিকেজি চাল ৩৯.৫০-৪০.৫০ টাকা এবং খুচরা প্রতিকেজি ৪২-৪৫ টাকা। খোলা আটার গড় বাজার দর প্রতিকেজি ২৫-২৮ টাকা। সচিব মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরকে তাঁর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে ঢাকার বৃহত্তম পাইকারী বাজার কাওরান বাজারসহ আরও বড় বড় ২/১টি পাইকারী বাজার পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ঢাকা মহানগরের ও বড় পাইকারী বাজারগুলোর বাজারদর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ পূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক, এফপিএমইউ।
৩.রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংস্কার/ মেরামত ও অন্যান্য নির্মাণ	সভায় পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর জানান যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৭৬টি মেরামত কাজের মধ্যে ৬টি কাজ খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন। যার মধ্যে ৬টি কাজের দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতিতে আহবান করা হয়েছে। বাকী ৭০টি কাজ সংশ্লিষ্ট আখানি দপ্তরে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। ৭৬টি গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন হলে গুদামের ধারণক্ষমতা ৭৩,০০০ মেট্রিক টনে পুনর্বাসিত হবে। যার মধ্যে ২,০০০ মেট্রিক টনের ১টি, ১,০০০ মেট্রিক টনের ২২টি, ৭৫০ মেট্রিক টনের ৪টি, ৫০০ মেট্রিক টনের ৯১টি এবং ২৫০ মেট্রিক টনের ২টি গুদাম রয়েছে। মার্চ মাস পর্যন্ত মেরামত কাজের কার্যাদেশ সম্পন্ন না হওয়ায় সচিব সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সকল গুদামের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সচিব সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	মেরামতের আওতাধীন সকল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর

	অন্যান্য নতুন নির্মাণ সভায় পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর জানান যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট নির্মাণ কাজ ২০টি। ১০টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১০টি কাজের গড় অগ্রগতি ৪০.৫০%। আরও ০৩টি নির্মাণ কাজের ই-জিপিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ০১টি কাজের লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০২টি কাজের লটারি শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। এ সকল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সচিব সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, দেশের সকল সিএসডি ও এলএসডির সীমানা প্রাচীরের ভিতরে যে সকল অবৈধ স্থাপনা (মসজিদ, মক্তব ও মন্দির) নির্মিত হয়েছে সেগুলো দ্রুত অপসারণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের নির্মাণ যাতে না হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	এ সকল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং দেশের সিএসডি ও এলএসডির সীমানা প্রাচীরের ভিতরে যে সকল অবৈধ স্থাপনা (মসজিদ, মক্তব ও মন্দির) নির্মিত হয়েছে সেগুলো দ্রুত অপসারণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের নির্মাণ যাতে না হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
৪. মামলা সম্পর্কিত	সভায় জানানো হয় যে, খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল সংস্থাপনা হতে নিয়মিতভাবে মামলার তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। বর্তমানে চলমান মামলার সংখ্যা ১৩০০টি। হাইকোর্টে চলমান মামলা কার্যতালিকা অনুযায়ী এ.এ.জি./ডি.এ.জি.গণের মাধ্যমে মামলার প্রতিদ্বন্দিতা করা হচ্ছে। বিষয়টিতে ফলোআপ করার জন্য সচিব সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের ০১টি কনটেম্প্ট (২৮৪/১৭) মামলার রায় বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। কনটেম্প্ট (১১৮/১৭) মামলার রায় অনুসারে ৮০% পেনশন মঞ্জুর করা হয়। বাকী ২০% সরকারের পাওনা আদায়ের জন্য আদালতকে অবহিত করা হয়েছে। মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে নজর রাখার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	মামলার তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ সহ মামলার প্রতিদ্বন্দিতার বিষয়ে ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।
	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ		

১. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কোন প্রতিবেদন না দেয়ায় সচিব অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
২. পেন্ডিং বিষয়	সভায় আলোচনা হয় যে, এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ ও তদন্ত শাখা হতে পেন্ডিং তালিকা পাওয়া গেছে। অন্যকোন শাখা হতে পেন্ডিং তালিকা পাওয়া যায়নি। সচিব মন্ত্রণালয়ের যে কয়টি শাখা রয়েছে প্রত্যেক শাখাকে ২৯.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখের মধ্যে পেন্ডিং তালিকা প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	সচিবালয় নির্দেশমালার ১৮১ (ক্রোড় পত্র- ২৬) মোতাবেক পেন্ডিং তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/ অধিশাখা, মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শাহাবুদ্দিন আহমদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০৫.১৭.২১

তারিখ: ১৮ চৈত্র ১৪২৪
০১ এপ্রিল ২০১৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩) অতিরিক্ত সচিব , সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫) জনাব মোহাম্মামদ মাহফূজুল হক, চেয়্যারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ/
৬) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৭) যুগ্ম সচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৮) যুগ্ম সচিব, সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৯) যুগ্ম সচিব , অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১০) যুগ্ম সচিব, সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১১) উপসচিব , সরবরাহ-২ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১২) যুগ্ম সচিব, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৩) যুগ্মসচিব (অডিট), অডিট অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৪) উপ সচিব, অডিট-৩ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৫) গবেষণা পরিচালক, গবেষণা পরিচালক (খাদ্য বাজার), খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৬) উপ সচিব, বাজেট শাখা , খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৭) উপ সচিব, তদন্ত, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৮) উপসচিব, সরবরাহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৯) উপ সচিব, সেবা শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২০) উপ সচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২১) উপ সচিব, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২২) উপ-সচিব (অডিট-১), অডিট-১ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৩) উপ সচিব, অভ্যন্তরীন প্রশাসন-২, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৪) গবেষণা পরিচালক, গবেষণা পরিচালক (উৎপাদন ও পূর্ব সতর্কীকরণ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৫) সিনিয়র সহকারী সচিব (বৈদেশিক সংগ্রহ), সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৬) সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৭) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, খাদ্য মন্ত্রণালয় (২৭.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখের সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ)

২৮) সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-১ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

যুগ্ম সচিব